যুগান্তর

তারিখ ... 7 JAN 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি-নৈরাজ্য চলছেই

যুগান্তর রিপোর্ট

মন্ত্রীর নির্দেশের পরও থেমে নেই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি নৈরাজ্য। তারা সরকারি নির্দেশনা আর শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের হুমকিকে কোন পাত্তাই দিচ্ছে না। বরং চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলো হাতিয়ে নেয়া অর্থ হালাল করার নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজছে।

বুধবার খোদ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠকে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বাড়তি অর্থ আদায় বন্ধের নির্দেশ দেন। নির্দেশনা না মানলে স্কুলের এমপিও বন্ধ, নিবন্ধন বাতিল এমনকি তাদের শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন। কিন্তু এরপরও বৃহস্পতিবার উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোসহ রাজধানীর অধিকাংশ বিদ্যালয় থেকেই সরকার নির্ধারিত অর্থের বেশি হাতিয়ে নেয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর পেছনে অবশ্য মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা প্রশাসনেরই একশ্রেণীর কর্মকর্তার উদাসীনতা ও আগের ২টি বছরে তদন্ত হওয়ার পরও ব্যবস্থা না নেয়াকে দায়ী করেছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেছেন, ২০১০ ও '১১ সালে অনেক প্রতিষ্ঠান অনেকটা ফ্রিস্টাইলে অর্থ আদায় করে। শিশুভর্তিকে চাঁদাবাজিতে পরিণত করে। তদন্তে তা প্রমাণিতও হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে পরে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তারা বলেন, ওই একই দশা তৈরি হয়েছে এবারও। শুধু একটি নীতিমালা জারি করেই দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে। এরপর এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টির পর মন্ত্রণালয়ে আরেকটি ইস্যুতে ডাকা বৈঠকে মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেন। কিন্তু তারপর এ নিয়ে আর তেমন কোন পদক্ষেপ দেখা যায়নি। ওই নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়টি মনিটরিংয়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালকের কাজ করার কথা থাকলেও মাউশি থেকে কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও নিবন্ধনদাতা ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষও এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হুমকি ধামকি কাজে আসেনি

এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের একজন প্রভাবশালী যুগ্ম সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে যুগান্তরকে জানান, তারা কয়েকটি স্কুল বুধবার বিকালে পরিদর্শন করেছেন। তবে সেটা কোচিং সংক্রান্ত ব্যাপারে। ভর্তির ব্যাপারে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত নন। মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন অবশ্য জানান, তারা দু'একদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে কাজ শুরু করবেন। স্কুল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি কমিটি এ ব্যাপারে কাজ করবে। ভর্তি নৈরাজ্যে রাজধানীর নামি-দামি কোন বিদ্যালয়ই কেউ কারও চেয়ে কম নয়। তবে সেরার স্থানে রয়েছে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল আইডিয়াল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এবং ন্যাশনাল আইডিয়াল ও ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইন্সটিটিউট। এগুলোর

নৈরাজ্য : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

নৈরাজ্য : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় বিগত ৩ বছরই ভর্তির নামে ডাকাতি চালাচ্ছে। সবচেয়ে বেপরোয়া এ প্রতিষ্ঠানটি আলাদা অ্যাকাউন্টে অর্থ নিয়ে থাকে। জনশ্রুতি রয়েছে, স্থানীয় এক সংসদ সদস্য এই টাকায় ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়েছেন। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ২০১১ সালে রীতিমতো আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তি-ডাকাতি ও চাঁদাবাজি করে। একদিনেই তারা দেড় হাজার শিক্ষার্থী অবৈধভাবে ভর্তি করে। মুগদাপাড়ায় আরেকটি ক্যাম্পাসের জন্য নির্ধারিত সরকারি জমি দখল করে শাখা খুলে বসে। সেখানে ভর্তির নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ দুটি প্রধান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ২০১০ ও ২০১১ সালে পৃথক তদন্ত হয়। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, এ কারণেই তারা বেশি বেপরোয়া। এর বাইরে দুটি প্রতিষ্ঠানই সরকারি দলের এমপি বিশেষ করে আইডিয়াল স্কুলের অধ্যক্ষ শাহানারা আওয়ামী নেতা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের নাম ভাঙিয়ে থাকেন। এর আগে তিনি (শাহানারা) দুর্নীতির দায়ে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। বর্তমান সরকারের আমলে স্বপদে ফেরার পর এখন তিনি মারাত্মক বেপরোয়া। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল বিগত তিন বছরই ভর্তি-ডাকাতি করছে। তাদের বিরুদ্ধে ভর্তিতে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার টাকা নেয়ার প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইভাবে ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী ক্যাম্পাসে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ১২ হাজার ১শ' টাকা, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ৯ হাজার টাকা, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৭ হাজার ৮৮০ টাকা, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ হাজার ২শ' টাকা, মতিঝিল মডেলে শ্রেণীভেদে প্রাথমিকে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৪ ডিসেম্বরের নীতিমালা অনুযায়ী মফস্বল এলাকায় সেশনচার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় এক হাজার, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় দুই হাজার, ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মহানগর এলাকায় তিন হাজার এবং ঢাকা মহানগরে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নেয়া যাবে।

এ ব্যাপারে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের অধ্যক্ষ শাহানারা বলেন, তিনি যা-ই নিচ্ছেন গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে তিনি সভাপতির সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ দেন। ভিকারুননিসা নূনের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বলেন, তারা বাড়তি কিছু অর্থ নিচ্ছেন কেবল শিক্ষকদের বেতন দেয়ার জন্য। তাদের সাড়ে ৬শ' শিক্ষক-কর্মচারী থাকলেও সরকার কেবল ১১০ জনের এমপিও দেয়। বাড়তি অর্থ গ্রহণের ব্যাখ্যা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এরপরও সরকার তা গ্রহণ করতে নিষেধ করলে তারা ফেরত দেবেন বলে জানান।